দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

6

প্রসঙ্গ ঃ উপবৃত্তি

দেশের প্রতি বিগত বিএনপি সরকারের একটি অন্যতম প্রধান অবদান হল মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের প্রকল্প চালু করা। নিঃসন্দেহে এটা একটি মহৎ ও সুদূরপ্রসারী প্রকল্প। বর্তমানে এ প্রকল্প সারাদেশে চালু হয়েছে; কিন্তু এ প্রকল্প চালু হলেও নারী শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। উল্লেখ্য, একজন ছাত্র হিসেবে এত বড় কথা বলার দুঃসাহস আমি আমার স্কুলের অভিজ্ঞতা হতে পেয়েছি। এখন এ প্রকল্পের মাধ্যমে কেন নারীশিক্ষার কোন উন্নতি হবে না সে সম্পর্কে আলোকপাত করছি–

উপবৃত্তি পাবার কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন ঃ ছাত্রীকে বছরে ৭৫% দিন স্কুলে উপস্থিত থাকতে হবে, গড়ে ৬০% নম্বর পেতে হবে এবং অবিবাহিত হতে হবে; কিন্তু এ শর্তগুলো কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে উপবৃত্তি প্রদানের সময় এগুলোর ধার ধারা হয় না। আমি আমার নিজ স্কুলেই দেখেছি আমরাই একজন সহপাঠী যে বিবাহিত সেও খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংক হতে উপবৃত্তির টাকা তুলছে। আর মেয়েদের উপস্থিতির ক্ষেত্রেও আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। আমি দেখেছি অনেক মেয়েই বছরে মাত্র ২-৩ বার স্কুলে আসে শুধুমাত্র উপবৃত্তির টাকার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক ছাত্রী একাধিক স্কুল হতে একাধিকবার টাকা তুলছে। আর নম্বরের কথা হিসেব করলে দেখা যাবে যে, প্রতি স্কুলে গড়ে ৮-১০ জন ছাত্রীর উপবৃত্তি পাবার যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও উপবৃত্তি প্রদানের সময় ঢালাওভাবে সবাইকে যোগ্য বিবেচনা করা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, নিশ্চয়ই এ দুর্নীতির সঙ্গে কতিপয় (শ্রদ্ধেয়?) শিক্ষক জড়িত, যারা কিনা মানুষ গড়ার কারিগর (সত্যি কি?)।

পরিশেষে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে দু'টি প্রশ্ন রাখছি–যদি বর্তমানে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু রাখতেই হয় তবে প্রকৃত মেধাবী ও নিয়মিত ছাত্রী বাছাইকল্পে প্রশাসনিক দুর্বলগুলো কাটিয়ে ওঠা জরুরি নয় কি? এ ধরনের দুর্নীতিকে আর প্রশ্রয় দেয়া যায় কি?

কুলিয়ারচরবাসী ছাত্রদের পক্ষে
তালাত মাহমুদ
কুলিয়ারচর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।